আপনারা আশা করে আছেন সেই মোশিই আপনাদের দোষী কর–
৪৬ ছেন। যদি আপনারা মোশিকে বিশ্বাস করতেন তবে আমাকেও
৪৭ বিশ্বাস করতেন, কারণ মোশি তো আমারই বিষয়ে লিখেছেন। কিন্তু যখন তাঁর লেখায়ই আপনারা বিশ্বাস করেন না তখন কেমন করে আমার কথায় বিশ্বাস করবেন?"

পাঁচ হাজার লোকদের খাওয়ানো

৬ এর পরে যীশু গালীল সাগরের অন্য পারে চলে গেলেন। এই
২ সাগরকে তিবিরিয়া সাগরও বলা হয়। অনেক লোক যীশুর পিছনে পিছনে যেতে লাগল, কারণ রোগীদের উপর তিনি যে সব আশ্চর্য
৩ কাজ করছিলেন তারা তা দেখেছিল। যীশু তাঁর শিষ্যদের নিয়ে
৪ একটা পাহাড়ের উপরে উঠে বসলেন। সেই সময় যিহূদীদের উদ্ধার
৫ পর্ব কাছে এসেছিল। যীশু চেয়ে দেখলেন অনেক লোক তাঁর কাছে আসছে। তিনি ফিলিপকে বললেন,"এই লোকদের খাওয়াবার জন্য
৬ আমরা কোথা থেকে রুটি কিনব?" ফিলিপকে পরীক্ষা করবার জন্য তিনি ঐ কথা বললেন, কারণ কি করবেন তা তিনি জানতেন।

৭ ফিলিপ যীশুকে বললেন, "ওরা যদি প্রত্যেকে অল্প করেও পায় তবু দু'শো দীনারের রুটিতেও কুলাবে না।"

৮ যীশুর শিষ্যদের মধ্যে একজনের নাম ছিল আন্দ্রিয়। ইনি ছিলেন
৯ শিমোন–পিতরের ভাই। আন্দ্রিয় যীশুকে বললেন, "এখানে একটা ছোট ছেলের কাছে পাঁচটা যবের রুটি আর দু'টা মাছ আছে; কিন্তু এত লোকের মধ্যে ওতে কি হবে?"

১০ যীশু বললেন,"লোকদের বসিয়ে দাও।" সেই জায়গায় অনেক ঘাস ছিল। লোকেরা তারই উপর বসে গেল। সেখানে পুরুষের
১১ সংখ্যাই ছিল প্রায় পাঁচ হাজার। এর পরে যীশু সেই রুটি কয়খানা নিয়ে ঈশ্বরের ধন্যবাদ দিলেন এবং যারা বসে ছিল তাদের ভাগ করে দিলেন। সেই ভাবে তিনি মাছও দিলেন. যে যত চাইল তত পেল।

১২ লোকরা পেট ভরে খেলে পর যীশু শিষ্যদের বললেন,"যে টুকরাগুলো বাকী আছে সেগুলো একসংগে জড় কর যেন কিছুই
১৩ নষ্ট না হয়।" লোকেরা খাবার পরে সেই পাঁচখানা রুটির যা বাকী ছিল, শিষ্যেরা তা জড় করে বারোটা টুক্‌রী ভর্তি করলেন।

১৪ যীশুর এই আশ্চর্য কাজ দেখে লোকেরা বলতে লাগল,"জগতে
১৫ যে নবীর আসবার কথা আছে, ইনি সত্যিই সেই নবী।" এতে যীশু বুঝলেন, লোকেরা তাঁকে জোর করে তাদের রাজা করবার জন্য ধরতে আসছে। সেই জন্য তিনি একাই আবার সেই পাহাড়ে চলে গেলেন।

প্রভু যীশুর সাগরের জলের উপরে হাঁটলেন

১৬,১৭ সন্ধ্যা হলে পর যীশুর শিষ্যেরা সাগরের ধারে গেলেন, আর নৌকায় উঠে কফরনাহূম শহরে যাবার জন্য সাগর পার হতে লাগ–লেন। সেই সময় অন্ধকার হয়েছিল, আর তখনও যীশু তাঁদের কাছে
১৯ আসেন নি। খুব জোরে বাতাস বইছিল বলে সাগরেও বড় বড় ঢেউ উঠছিল। তিন–চার মাইল নৌকা বেয়ে যাবার পর তাঁরা দেখলেন, যীশু সাগরের উপর দিয়ে হেঁটে তাঁদের নৌকা কাছে আসছেন। এ
২০ দেখে শিষ্যেরা খুব ভয় পেলেন। তখন যীশু তাঁদের বললেন,"ভয় কোরো না ; এ আমি।"

২১ শিষ্যেরা তাঁকে নৌকায় তুলে নিতে চাইলেন; আর তাঁরা যেখানে যাচ্ছিলেন নৌকাটা তখনই সেখানে পৌঁছে গেল।

জীবন–রুটির বিষয়ে উপদেশ

২২ সাগরের অন্য পারে যে লোকেরা দাঁড়িয়ে ছিল, পরদিন তারা বুঝতে পারল যে, আগের দিন সেখানে একটা নৌকা ছাড়া আর অন্য কোন নৌকা ছিল না। তারা আরও বুঝতে পারল যে, যীশু তাঁর শিষ্যদের সংগে সেই নৌকায় ওঠেন নি বরং শিষ্যেরা একাই চলে
২৩ গিয়েছিলেন। তবে যেখানে প্রভু ধন্যবাদ দেবার পর লোকেরা রুটি খেয়েছিল, সেই জায়গার কাছে তখন তিবিরিয়া শহর থেকে কয়েকটা
২৪ নৌকা আসল। এই জন্য লোকেরা যখন দেখল যে, যীশু বা তাঁর শিষ্যরা কেউই সেখানে নেই, তখন সেই নৌকাগুলোতে উঠে
২৫ যীশুকে খুঁজবার জন্য কফরনাহূমে গেল। তারপর সাগরের অন্য পারে যীশুকে খুঁজে পেয়ে বলল, "গুরু আপনি কখন এখানে এসেছেন?"

২৬ যীশু উত্তর দিলেন, "আমি আপনাদের সত্যিই বলছি, আপনারা আশ্চর্য কাজ দেখেছেন বলেই যে আমার খোঁজ করছেন তা নয়,বরং

২৭ পেট ভরে রুটি খেতে পেয়েছেন বলেই খোঁজ করছেন। কিন্তু যে
খাবার নষ্ট হয়ে যায় সেই খাবারের জন্য ব্যস্ত হয়ে লাভ কি? যে
খাবার নষ্ট হয় না বরং অনন্ত জীবন দান করে, তারই জন্য ব্যস্ত
হন। সেই খাবারই মনুষ্যপুত্র আপনাদের দেবেন কারণ তাঁকেই
পিতা ঈশ্বর এই কাজের উপযুক্ত বলে দেখিয়েছেন।

২৮ এতে লোকেরা যীশুকে জিজ্ঞাসা করল,"তাহলে ঈশ্বরের কাজ
করবার জন্য আমাদের কি করতে হবে?"

২৯ যীশু তাদের বললেন, "ঈশ্বর যাঁকে পাঠিয়েছেন, তাঁর উপরে
বিশ্বাস করাই হল ঈশ্বরের কাজ।"

৩০ তখন তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, "তাহলে কি এমন আশ্চর্য
কাজ আপনি করবেন যা দেখে আমরা আপনাকে বিশ্বাস করতে
৩১ পারি? আপনি কি কাজ করবেন? আমাদের পূর্বপুরুষেরা তো
মরু-এলাকায় মান্না খেয়েছিলেন। পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে, 'ঈশ্বর
স্বর্গ থেকে তাদের রুটি খেতে দিলেন।"

৩২ যীশু তাদের বললেন, "আমি আপনাদের সত্যিই বলছি, স্বর্গ
থেকে যে রুটি আপনারা পেয়েছিলেন তা মোশি আপনাদের দেন নি,
কিন্তু আমার পিতাই সত্যিকারের রুটি স্বর্গ থেকে আপনাদের
৩৩ দিচ্ছেন। স্বর্গ থেকে নেমে এসে যিনি মানুষকে জীবন দেন তিনিই
ঈশ্বরের দেওয়া রুটি।"

৩৪ লোকেরা তাঁকে বলল, "তাহলে সেই রুটিই সব সময় আমাদের
দিন।"

৩৫ যীশু তাদের বললেন,"আমিই সেই জীবন-রুটি। যে আমার
কাছে আসে তার কখনও খিদে পাবে না। যে আমার উপর বিশ্বাস
৩৬ করে তার আর কখনও পিপাসাও পাবে না। আমি তো আপনাদের
বলেছি যে, আপনারা আমাকে দেখেছেন কিন্তু তবুও বিশ্বাস করেন
৩৭ না। পিতা আমাকে যাদের দেন, তারা সবাই আমার কাছে আসবে।
যে আমার কাছে আসে, আমি তাকে কোনমতেই বাইরে ফেলে দের
৩৮ না ; কারণ আমি আমার ইচ্ছামত কাজ করতে আসি নি, বরং যিনি
আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁরই ইচ্ছামত কাজ করতে স্বর্গ থেকে নেমে
৩৯ এসেছি। যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর ইচছা এই যে যাদের তিনি
আমাকে দিয়েছেন তাদের একজনকেও যেন আমি না হারাই বরং শেষ

৪০ দিনে জীবিত করে তুলি। আমার পিতার ইচ্ছা এই–পুত্রকে যে
দেখে আর তাঁর উপর বিশ্বাস করে, সে যেন অনন্ত জীবন পায়। আর
আমিই তাকে শেষ দিনে জীবিত করে তুলব।"

৪১ তখন যিহূদী নেতারা যীশুর বিরুদ্ধে বিরক্তি প্রকাশ করতে
লাগলেন, কারণ যীশু বলেছিলেন, "স্বর্গ থেকে যে রুটি নেমে
এসেছে, আমিই সেই রুটি।"

৪২ সেই নেতারা বলতে লাগলেন, "এ কি যোষেফের ছেলে যীশু
নয়? এর মা–বাবাকে তো আমরা চিনি। তবে এ কেমন করে বলে,
'আমি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছি'?"

৪৩ যীশু তাঁদের বললেন, "আপনারা নিজেদের মধ্যে নানা কথা
৪৪ বলবেন না। আমার পিতা যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তিনি টেনে না
আনলে কেউই আমার কাছে আসতে পারে না। আর আমিই তাকে
৪৫ শেষ দিনে জীবিত করে তুলব। নবীদের বইয়ে লেখা আছে, 'তারা
সবাই ঈশ্বরের কাছে শিক্ষা পাবে।' যে কেউ পিতার কাছ থেকে শুনে
৪৬ শিক্ষা পেয়েছে সে–ই আমার কাছে আসে। পিতাকে কেউ দেখে নি,
কেবল যিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছেন, তিনিই তাঁকে দেখেছেন।
৪৭ আমি আপনাদের সত্যিই বলছি, যে কেউ আমার উপর বিশ্বাস করে,
সে তখনই অনন্ত জীবন পায়।"

৪৮,৪৯ "আমিই জীবন–রুটি। আপনাদের পূর্বপুরুষেরা মরু–এলাকায়
৫০ মান্না খেয়েছিলেন, আর তবুও তাঁরা মারা গেছেন। কিন্তু এ সেই
রুটি যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে, যাতে মানুষ তা খেয়ে মৃত্যুর হাত
৫১ থেকে রেহাই পায়। আমিই সেই জীবন্ত রুটি যা স্বর্গ থেকে নেমে
এসেছে। এই রুটি যে খাবে সে চিরকালের জন্য জীবন পাবে। আমার
দেহই সেই রুটি। মানুষ যেন জীবন পায় সেই জন্য আমি আমার
এই দেহ দেব।"

৫২ এই কথা শুনে যিহূদী নেতাদের মধ্যে তর্কাতর্কি শুরু হল।
তাঁরা বলতে লাগলেন, "কেমন করে এই লোকটা তার দেহ আমাদের
খেতে দিতে পারে?"

৫৩ যীশু তাঁদের বললেন, "আমি সত্যিই আপনাদের বলছি, মনুষ্য–
পুত্রের মাংস ও রক্ত যদি আপনারা না খান, তবে আপনাদের মধ্যে
৫৪ জীবন নেই। যদি কেউ আমার মাংস ও রক্ত খায় সে অনন্ত জীবন

৫৫ পায়, আর আমি শেষ দিনে তাকে জীবিত করে তুলব। আমার মাংসই
৫৬ হল আসল খাবার আর আমার রক্তই আসল পানীয়। যে আমার মাংস
ও রক্ত খায় সে আমারই মধ্যে থাকে আর আমিও তার মধ্যে থাকি।
৫৭ জীবন্ত পিতা আমাকে পাঠিয়েছেন আর তাঁরই দরুন আমি জীবিত
আছি। ঠিক সেই ভাবে, যে আমাকে খায় সেও আমার দরুন জীবিত
৫৮ থাকবে। এ সেই রুটি, যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে। আপনাদের
পূর্বপুরুষেরা যে রুটি খেয়েও মারা গেছেন এ সেই রকম রুটি নয়।
এই রুটি যে খাবে সে চিরকালের জন্য জীবন পাবে।"

লোকদের অবিশ্বাস

৫৯ কফরনাহূমের সমাজ-ঘরে শিক্ষা দেবার সময় যীশু এই কথা
৬০ বলেছিলেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অনেকে এই কথা শুনে বলল,"এ
বড় কঠিন শিক্ষা। কে এটা গ্রহণ করতে পারে?"
৬১ যীশু নিজের মনে বুঝতে পারলেন যে, তাঁর শিষ্যেরা এই বিষয়
নিয়ে নানা কথা বলছে। সেই জন্য তিনি তাঁদের বললেন, "এতে কি
৬২ তোমরা মনে বাধা পাচ্ছ? তবে মনুষ্যপুত্র আগে যেখানে ছিলেন,
৬৩ তাঁকে সেখানে উঠে যেতে দেখলে তোমরা কি বলবে? মানুষের দেহ
কোন কাজের নয়; পবিত্র আত্মাই জীবন দেন। আমি তোমাদের যে
৬৪ কথাগুলো বলেছি তা আত্মা আর জীবন। কিন্তু তোমাদের মধ্যে
এমন কেউ আছে যারা আমাকে বিশ্বাস করে না।"
কে কে যীশুকে বিশ্বাস করে না আর কে-ই বা তাঁকে শত্রুদের
৬৫ হাতে ধরিয়ে দেবে, যীশু প্রথম থেকেই তা জানতেন। আর সেই জন্য
তিনি বললেন, "তাই আমি তোমাদের বলেছি যে, পিতা শক্তি না
দিলে কেউই আমার কাছে আসতে পারে না।"

পিতর প্রভু যীশুকে স্বীকার করলেন

৬৬ যীশুর এই কথার জন্য শিষ্যদের মধ্যে অনেকে ফিরে গেল এবং
৬৭ তাঁর সংগে চলফেরা বন্ধ করে দিল। এই জন্য যীশু সেই বারোজন
শিষ্যকে বললেন,"তোমরাও কি চলে যেতে চাও?"
৬৮ শিমোন-পিতর যীশুকে বললেন,"প্রভু, আমরা কার কাছে যাব?
৬৯ অনন্ত জীবনের কথা তো আপনারই কাছে আছে। আমরা বিশ্বাস

করেছি আর জানতেও পেরেছি যে, আপনিই ঈশ্বরের সেই পবিত্র-
জন।"
৭০ তখন যীশু তাঁদের বললেন, "আমি তোমাদের বারোজনকে
কি বেছে নিই নি? অথচ তোমাদেরই মধ্যে একজন আছে, সে শয়তানের
৭১ দাস।" এখানে যীশু শিমোন ইস্কারিয়োতের ছেলে যিহূদার কথা
বলছিলেন, কারণ যদিও সে সেই বারোজনের মধ্যে একজন ছিল,
তবুও সে-ই পরে যীশুকে ধরিয়ে দিয়েছিল।

ভাইদের অবিশ্বাস

৭ এর পর যীশু গালীল প্রদেশের মধ্যেই চলাফেরা করতে লাগ-
লেন। যিহূদী নেতারা তাঁকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলেন বলে তিনি
যিহূদিয়া প্রদেশে চলাফেরা বন্ধ করে দিলেন।
২ তখন যিহূদীদের কুঁড়ে ঘরের পর্বের সময় প্রায় হয়ে এসেছিল।
৩ এই জন্য যীশুর ভাইয়েরা তাঁকে বললেন,"এই জায়গা ছেড়ে যিহূ-
দিয়াতে চলে যাও, যেন তুমি যে সব কাজ করছ তোমার শিষ্যেরা তা
৪ দেখতে পায়। যদি কেউ চায় লোকে তাকে জানুক, তবে সে গোপনে
কিছু করে না। তুমি যখন এই সব কাজ করছ তখন জগতের সামনে
৫ নিজেকে দেখাও।" যীশুর ভাইয়েরাও যীশুর উপর বিশ্বাস করতেন
না।
৬ এতে যীশু তাঁদের বললেন, "আমার সময় এখনও হয়নি, কিন্তু
৭ তোমাদের তো অসময় বলে কিছু নেই। জগৎ তোমাদের ঘৃণা করতে
পারে না কিন্তু আমাকেই ঘৃণা করে, কারণ আমি জগতের বিষয়ে এই
৮ সাক্ষ্য দিই যে, জগতের সব কাজই মন্দ। তোমরাই পর্বে যাও।
৯ আমার সময় এখনও পূর্ণ হয়নি বলে আমি যাব না।" এই
সব কথা বলে যীশু গালীলেই থেকে গেলেন।
১০ কিন্তু তাঁর ভাইয়েরা পর্বে চলে যাবার পর তিনিও সেখানে
গেলেন; তবে খোলাখুলি ভাবে গেলেন না, গোপনে গেলেন।
১১ পর্বের সময়ে যিহূদী নেতারা যীশুর খোঁজ করতে লাগলেন এবং
বলতে লাগলেন, "সেই লোকটা কোথায়?"
১২ ভীড়ের মধ্যে লোকেরা যীশুর বিষয়ে নিজেদের মধ্যে অনেক কথা
বলাবলি করতে লাগল। কেউ কেউ বলল, "তিনি ভাল লোক।"